একক : ৭ : বাংলা ধ্বনির পরিচয়

গঠন

৭.০	উদ্দেশ্য
৭.১	প্রস্তাবনা
৭.২	প্রথম অংশ : বাগ্‌যন্ত্র
৭.৩	ধ্বনিতত্ত্ব
৭.৩.১	ধ্বনি ≠ বর্ণ ≠ অক্ষর
৭.৩.২	অর্ধস্বরধ্বনি
৭.৩.৩	বাংলায় কটি ব্যঞ্জনধ্বনি ?
৭.৩.৪	স্বরধ্বনির উচ্চারণ ও শ্রেণীবিভাগ
৭.৩.৫	স্বরধ্বনির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য
৭.৪	প্রথম অংশের সারাংশ
৭.৫	দ্বিতীয় অংশ : ব্যঞ্জনধ্বনি
৭.৫.১	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
৭.৫.২	উচ্চারণের প্রকার অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
৭.৬	সারাংশ (সম্পূর্ণ এককের)
৭.৭	নির্বাচিত পুস্তক তালিকা
৭.৮	উত্তর সংকেত

৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

- বাগযন্ত্র ও স্বরধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলা ধ্বনির বিভিন্ন শ্রেণী বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভাষার প্রধান একক ধ্বনিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হবেন।

৭.১ প্রস্তাবনা

যে কোনও ভাষাই যদি শোনা যায় তাহলে প্রথমে মনে হবে বেশ কিছু ধ্বনি প্রবাহিত হচ্ছে। যে কোনও ভাষারই প্রাথমিক একক হচ্ছে এই ধ্বনি। বাংলা বর্ণমালা এসেছে সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে। সংস্কৃত বর্ণমালা অনেক আগেই ধ্বনিগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজিয়ে রেখেছিল, উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুটি শ্রেণী ছাড়াও প্রত্যেকটি ধ্বনির নিজস্ব রীতি অনুযায়ী আলাদা আলাদা সাজানো হয়েছিল। এই এককে বাংলা ধ্বনি নিয়ে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকারের আলোচনা দেওয়া হল। এই আলোচনা পড়লে বাংলা ভাষার ধ্বনি সম্পর্কিত প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং প্রয়োগে সক্ষম হবেন।

৭.২ বাংলা ধ্বনির পরিচয় : বাগ্‌যন্ত্র

এখন আমরা বাগ্‌যন্ত্র কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে আলোচনা করি।

বাগ্‌যন্ত্র : অন্য প্রাণীরা যে কথা বলতে পারে না তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি কারণ হল মুখের গঠন। মানুষের মুখের ভেতর এবং বাইরের গঠন কথা বলার পক্ষে সুবিধাজনক। যেমন,

চোয়াল— হাল্কা এবং বারবার ওঠানামা করার উপযুক্ত।

মাংসপেশী— নমনীয় এবং নাড়াচাড়ার পক্ষে সুবিধাজনক। ঠোঁট, দাঁত, জিভ, আলজিভ, অধিজিহ্বা, তালু, স্বরপল্লব, ফুসফুস— এ সবই কথা বলার সময় নানাধরনের কাজ করে।

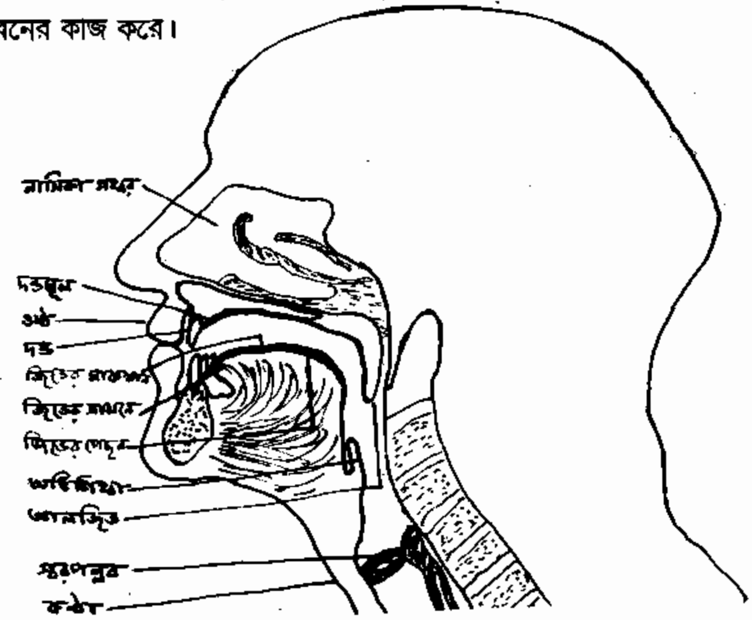

আমরা অনবরতই শ্বাস নিচ্ছি আর শ্বাস ফেলছি। মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে সোজা শ্বাসনালী দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি ফুসফুসে। আবার ফুসফুস থেকে সেই বাতাস বেরিয়ে আসছে বাইরে। এই বাতাস বেরিয়ে আসার সময়েই আমরা 'কথা' বলে থাকি। বাতাস প্রথমে এসে ধাক্কা মারে **স্বরপল্লবে** (Vocal fold)। মাঝখানে চেরা পাতলা পর্দা দিয়ে তৈরি এই স্বরপল্লব বাতাস চাপ দিলে ফাঁক হয়ে যায় আর

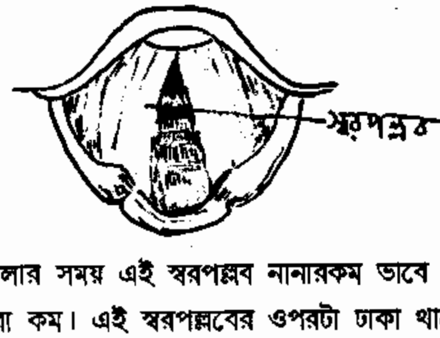

কাঁপতে থাকে। কথা বলার সময় এই স্বরপল্লব নানারকম ভাবে কাঁপতে থাকে। কখনো বেশি কখনো বা কম। এই স্বরপল্লবের ওপরটা ঢাকা থাকে একটা শক্ত আবরণ দিয়ে। বাইরে থেকে হাত দিলে গলায় উঁচু মতো একটা জায়গা ঠেকে, তার মাঝখানে একটু ফাঁকা অংশ। একে বলে **অ্যাডামস অ্যাপেল**। বাতাস এরপর গিয়ে ধাক্কা মারে অধিজিহ্বাতে (Epiglottis)। শ্বাসনালীর ওপরে ঢাকনা মতো একটা অংশ আছে। একে **অধিজিহ্বা** বলে। কথা বলার সময় বাতাসের ধাক্কায় এটি ওপরে

ওঠে; আবার খাওয়ার সময় এটি ঢাকনার মতো শ্বাসনালীকে চাপা দিয়ে দেয়। ওই জন্য খাবার সময় কথা বলতে গেলে আমাদের বিষম লাগে। আর মনে করি কেউ বোধহয় নাম করছে বা গাল দিচ্ছে। অনেকে 'ষাট' 'ষাট' বলে মাথায় চাপড় মেরেও দেন। এরপর কথা বলার সময় বাতাস কোথাও বাধা না পেয়ে, আংশিক বাধা পেয়ে বা পুরোপুরি বাধা পেয়ে নাক দিয়ে বা মুখ দিয়ে বেরোয়। এই সময় জিভ মুখের ভেতরে ওপরে ওঠে, নিচে নামে, সামনে যায় এবং পেছনে আসে। তালু সংকুচিত হয়, ঠোঁট ছড়িয়ে যায়, কুঁচকে যায়, খুলে যায়, বন্ধ হয়। চোয়াল ওঠানামা করে। মুখের মাংসপেশীই এইসব নাড়াচাড়া করতে সাহায্য করে।

কথা বলার সময় কোনও কোনও অংশ কাজ করে বাগ্‌যন্ত্রের ছবিটি মিলিয়ে দেখে নিন। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি পড়ার সময় বাগ্‌যন্ত্রের ছবিটি সামনে রেখে পড়লে বুঝতে সুবিধা হবে।

১.৩ ধ্বনিতত্ত্ব: বাংলা ভাষার ধ্বনি ও তার ব্যবহার

আমাদের বাগ্‌যন্ত্র সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে। এখন, বাংলা ভাষার ধ্বনি ও তার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করি।

যদি কোনও বাঙালিকে জিজ্ঞেস করি, আপনি যে ভাষাটা ব্যবহার করেন, তাতে ক-টা ধ্বনি আছে বলুন তো? একটু ভেবে, হয়তো কিছুটা অনিশ্চিতভাবে তিনি উত্তর দেবেন, কেন, গোটা পঞ্চাশেক? মানে, স্বরবর্ণ ওই গোটা বারো, আর ব্যঞ্জন হল গিয়ে— ক'টা যেন?

আমরা বলব, না মশাই, আপনি ঠিক ধরতে পারেননি। আমরা বর্ণ ক-টা জানতে চাইনি। 'ধ্বনি' ক-টা জানতে চেয়েছি।

বর্ণ আর ধ্বনি এক নয়

কেন? বর্ণ আর ধ্বনি কি এক নয়?

না। ধ্বনি **হল উচ্চারণ**, আর বর্ণ **হল লেখার চিহ্ন**। একটা মুখে বলি, কানে শুনি, আর একটা কাগজের ওপর লেখা বা ছাপা প্রতীক চিহ্ন, সেটা চোখে দেখি। অনেক পাঠক শুনলে অবাক হবেন, মান্য বাংলায় আমরা মুখে বলি সাতটা স্বরধ্বনি, কিন্তু লেখায় লিখি বারোটা স্বরবর্ণ। বর্ণকে আমরা অনেক সময় 'অক্ষর'ও বলি, কিন্তু অক্ষর বলতে আমরা আর একটা জিনিস বোঝাব, একবারের চেষ্টায় একটি শব্দের যতটা অংশ উচ্চারণ করা যায় তাকে আমরা **অক্ষর** (Syllable) বলে থাকি। তাই 'ক-অক্ষর' 'যুক্তাক্ষর' — না বলে 'ক-বর্ণ' 'যুক্তবর্ণ' বলব।

৭.৩.১ ধ্বনি বর্ণ অক্ষর

বাংলা স্বরধ্বনি আর স্বরবর্ণ পাশাপাশি দেখি আমরা

উচ্চারিত স্বরধ্বনি	লেখার স্বরবর্ণ
অ, আ, ই,	অ আ ই ঈ
উ, এ, ও,	উ ঊ ঋ ঌ
অ্যা	এ ঐ ও ঔ

বাকিগুলির কী হল তাহলে? বাকিগুলি লেখার সময় লিখি কিন্তু উচ্চারণ করি না। স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলায় আসে না, ঈ ঊ যথাক্রমে ই উ-র মতোই উচ্চারিত হয়। ঋ আসলে রি (র্ + ই) উচ্চারণ করি আমরা, ঌ লি (ল্ + ই)- কাজেই ও দুটো আর স্বরধ্বনিই নেই। ঐ (বাংলায় ও + ই্) আর ঔ (ও + উ্)। একটা স্বর নয়, উচ্চারণে দুখানা, আসলে বলতে পারি দেড়খানা স্বর। এদের বলে দ্বিস্বর। ফলে এক স্বরধ্বনির তালিকায় তারা থাকবে কেন? বর্ণমালার বর্ণে দ্বিস্বর এই দুটো মাত্র, কিন্তু বাংলা শব্দের মধ্যে উচ্চারণে দ্বিস্বর আছে আরও অনেকগুলো— পাশে (ব্র্যাকেটে) উদাহরণসুদ্ধ তার তালিকা দিচ্ছি— অএ্= অয় (হয়), অও্ (হও), আই্ (ভাই), আউ্ (ঝাউ), আএ্= আয় (আয়, হায়), আও্ (যাও) ইই্ (দিই), ইউ্ (প্রিউ-লি), এই্ (নেই), এউ্ (ঢেউ,) এও্ (দেও= দেব), অ্যাএ্ = অ্যায় (দেয়, নেয়), অ্যাও্ (ন্যাও-টা), ওই্ (বই), ওউ্ (মউ), ওএ্= ওয় (ধোয়), ওও্ (ছোঁও)- অর্থাৎ প্রায় সতেরটার মতো।

অর্থাৎ মুখের মান্য বাংলায় সতেরটার মতো দ্বিস্বর। কিন্তু এদের মাত্র দুটিকে এক বর্ণে লেখা যায়— ঐ ঔ। বাকিগুলিকে ভেঙে দুটি স্বরবর্ণে লিখতে হয়।

৭.৩.২ অর্ধস্বরধ্বনি

দ্বিস্বর আসলে একটি পূর্ণস্বর + একটি অর্ধস্বর। অর্ধস্বর কী? না আধখানা উচ্চারিত হওয়া স্বর। 'মই' কথাটার ই উচ্চারিত হচ্ছে আধখানা, কিন্তু 'মহী' কথাটার শেষে যে 'ই' আছে তা উচ্চারিত হচ্ছে পুরো। আধখানা উচ্চারিত স্বরের তলায় হসন্ত দিয়ে বোঝাচ্ছি আমরা। বাংলায় আছে মোট এরকম চারটি অর্ধস্বর— ই্ উ্ এ্ ও্। এ্-কে লেখার সময় আমরা লিখি 'য়' হিসেবে, যার উচ্চারণ হসন্ত। অর্থাৎ তার পরে কোনও স্বর উচ্চারিত হয় না। যেমন, 'হয়'।

৭.৩.৩ বাংলায় ক-টা ব্যঞ্জনধ্বনি?

তার তালিকা এই—

ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্
চ্ ছ্ জ্ ঝ্
ট্ ঠ্ ড্ ঢ্
ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্
প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্
র্ ল্ শ্ (স্)
হ্ ড়্ ঢ়্

বর্ণমালার বাকি ব্যঞ্জনগুলির কপাল এইরকম- ঞ্ আমরা উচ্চারণ করতে পারি না। ঞ (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে) আর ণ্ (প্রায় সবসময়) দুই-ই আমরা ন্-এর মতো উচ্চারণ করি। য-এর উচ্চারণ হয়ে গেছে জ্-এর মত। ষ্-এর উচ্চারণ ভুলে গেছি। ং-এর উচ্চারণ করি ঙ্-এর মতো। চন্দ্রবিন্দু আসলে অনুনাসিক বা 'নাকা' উচ্চারণ। তা স্বরধ্বনির সঙ্গে করি, অর্থাৎ স্বরধ্বনিটাই 'নাকা' হয়ে যায়। যখন বলি 'চাঁদ'

তখন আসলে আ-তে নাকা আওয়াজ হচ্ছে। বলি বটে 'চ'-এ চন্দ্রবিন্দু', কিন্তু সেটা লেখার বর্ণনা, উচ্চারণের ঠিক রিপোর্ট নয়।

তাহলে যদি আবার প্রশ্ন করি, ধ্বনি ক-টা আর কী কী, তার উত্তর হল-

স্বর : সাতটা ; এ সাতটাই 'নাকা' (=অনুনাসিক) হতে পারে

অর্ধস্বর : চারটে

ব্যঞ্জন : তিরিশটার মতো।

তিরিশটার মতো কেন? না স্ (ইংরেজি s-এর মত) আসলে শ্-এরই রূপ, না আলাদা ধ্বনি তা নিয়ে একটু তর্ক আছে। আমাদের মতে শ্-এরই ভেদ ওই 'সামবাজারের সসিবাবুর' স।

৭.৩.৪ স্বরধ্বনির উচ্চারণ ও শ্রেণীবিভাগ

স্বরধ্বনির উচ্চারণের উৎপত্তি হচ্ছে শ্বাসনালীর ওই স্বরপল্লবে, কিন্তু স্বরধ্বনির পার্থক্য তৈরি হচ্ছে মুখগহ্বরের মধ্যে। তা কী করে হয়? তা হয় জিভের ওঠা-নামা ও এগোনো-পিছোনো এবং ঠোঁট দুটির সংকোচন-প্রসারণের দ্বারা। মুখের পথ বন্ধ না করেও স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ দু-রকমভাবে চলাফেরা করে— ১. উপরে-নিচে, ২. সামনে-পিছনে ; আর ঠোঁট দুটিও খোলা অবস্থাতেই গোল, ছড়ানো, কম খোলা, বেশি খোলা ইত্যাদি আকৃতি নেয়। জিহ্বা ও ঠোঁটের এই গতি ও আকৃতি পরিবর্তনের উপর নির্ভর করেই স্বরধ্বনিগুলিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন, চলিত ভাষায় সাতটি স্বরধ্বনির উচ্চারণে এই ব্যাপারগুলি ঘটে—

আ : জিভ নিচে পড়ে থাকে, এগোয় না, পিছোয়-ও না, ঠোঁট দুটি বেশ খুলে থাকে ;

অ : জিভ সামান্য একটু উঠে পিছিয়ে যায়, ঠোঁট দুটি বেশ খোলা (আ-এর মতো অতটা নয়) অবস্থাতেই 'গোল' হয় ;

অ্যা : জিভ সামান্য একটু উঠে একটু এগিয়ে আসে, ঠোঁট দুটি বেশ খোলা (আ-এর চেয়ে কম) অবস্থাতেই 'ছড়িয়ে' থাকে ;

ও : জিভ আর-একটু উঠে পিছিয়ে আসে ; ঠোঁট দুটি গোল থাকে, কিন্তু কিছুটা ছোটো দেখায়।

এ : জিভ ও-র ধরনেই উঠে আসে। কিন্তু এগিয়ে যায় ; ঠোঁট দুটি ছড়িয়ে থাকে, তবে অ্যা-র বেলায় যতটা খোলা ছিল ততটা থাকে না।

উ : জিভের পিছনটা বেশ উপরে উঠে আসে এবং জিভটাও পিছিয়ে যায়। মুখ গোল থাকে, কিন্তু তার পথটা বেশ সরু দেখায়।

ই : জিভের সামনেটা বেশ উপরে উঠে আসে। ঠোঁটদুটি ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু খুব খুলে থাকে না। (আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্বরধ্বনিগুলি বলে ঠোঁটের আকৃতি লক্ষ করুন)।

জিহ্বার ওঠা-নামা অনুযায়ী স্বরের শ্রেণীবিভাগ

যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ সবচেয়ে উপরে উঠে আসে সেগুলি **উর্ধ্ব** স্বরধ্বনি (high vowel)। বাংলা ই, উ ; সংস্কৃত, ই, ঈ, উ, ঊ।

যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ সবচেয়ে নিচে থাকে তার নাম **নিম্ন স্বরধ্বনি** (low vowel); বাংলা আ যেমন।

যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা নিম্ন স্বরধ্বনির তুলনায় একটু উপরে ওঠে তার নাম **নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি** (lower-mid vowel)। বাংলার অ্যা অ এইরকম।

যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ নিম্নধ্বনির তুলনায় উপরে ওঠে, কিন্তু ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনির তুলনায় সামান্য নিচে থাকে, তার নাম **উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি** (higher-mid vowel)। যেমন বাংলা এ আর ও।

জিভের অগ্র-পশ্চাৎ গতি অনুযায়ী স্বরের শ্রেণীবিভাগ

যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ সামনে এগিয়ে আসে সেগুলিকে বলে **সম্মুখ স্বরধ্বনি** (front vowel)। বাংলা ই, এ, অ্যা সম্মুখ স্বর।

যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ পিছনে পিছিয়ে যায় সেগুলিকে বলে **পশ্চাৎ স্বরধ্বনি** (back vowel), যেমন বাংলা উ, ও, অ।

যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ এগোয়-ও না, পিছোয়-ও না, তাকে বলে **কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি** (central vowel), বাংলা আ কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি।

ঠোঁটের আকৃতি অনুযায়ী স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ

উচ্চারণের সময় ঠোঁট গোল (= বর্তুলাকার বা আংটির মতো) হচ্ছে, না ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাই দেখেও স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ হয়।

যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁটদুটি (= ওষ্ঠাধর) গোল আকার নেয় তাকে বলে **বর্তুল বা কুঞ্চিত স্বরধ্বনি** (round vowel); বাংলায় উ, ও, অ বর্তুল স্বরধ্বনি।

যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণে ওষ্ঠাধর দু-পাশে ছড়িয়ে যায় তার নাম **প্রসৃত বা বিস্তারিত স্বরধ্বনি** (spread vowel)। বাংলা ই, এ আর অ্যা প্রসৃত স্বরধ্বনি।

ঠোঁটের উন্মুক্তি অনুযায়ী স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ

ঠোঁটদুটি মুখের মধ্য থেকে বাতাস বেরোনোর পথ কতটা খোলা রাখছে স্বরধ্বনির উচ্চারণে, সে অনুসারেও স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ হয়—

যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে মুখদ্বার সবচেয়ে বেশি উন্মুক্ত থাকে (অর্থাৎ হাঁ সবচেয়ে বড়ো থাকছে) সেটি **বিবৃত স্বরধ্বনি** (open vowel)। বাংলা আ যেমন।

যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে মুখদ্বার বিবৃত স্বরধ্বনির চেয়ে একটু কম উন্মুক্ত হয়, তার নাম **অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি** (half-open vowel)। বাংলা অ্যা আর অ যেমন।

যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে মুখদ্বার অর্ধ-বিবৃত স্বরের তুলনায় আর একটু অপ্রশস্ত (= কম খোলা) থাকে, তার নাম **অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি** (half-close vowel) যেমন বাংলা এ আর ও।

আর যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে মুখদ্বার সবচেয়ে বেশি অপ্রশস্ত (অর্থাৎ সবচেয়ে কম উন্মুক্ত) থাকে, তার নাম **সংবৃত স্বরধ্বনি** (Close vowel)। যেমন বাংলা ই আর উ।

তালুর কাছে জিভের অবস্থান অনুযায়ী স্বরের শ্রেণীবিভাগ

মুখের ছাদের কাছে জিভ কোথায় থাকছে, সেই অনুসারেও স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ হয়।—তবে এই শ্রেণীবিভাগের তত গুরুত্ব এখন আর নেই।

যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ সম্মুখে শক্ত তালুর, (hard palate) অর্থাৎ যেখানে জিভ ঠেকিয়ে চ্ ছ্ ইত্যাদি উচ্চারণ করা হয় তার দিকে থাকে, তাকে বলে **তালব্য স্বরধ্বনি** (palatal vowel)। বাংলা ই, এ, অ্যা তালব্য স্বরধ্বনি।

অন্যদিকে যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ পিছনে নরম (soft) তালুর অর্থাৎ, যেখানে জিভ ঠেকিয়ে ক্ খ্ ইত্যাদি উচ্চারণ করা হয় তার, কাছাকাছি থাকে, তাকে বলে **কণ্ঠ্য স্বরধ্বনি** (velar vowel)। বাংলা উ, ও, অ কণ্ঠ্য স্বরধ্বনি।

৭. ৩. ৫ প্রতিটি স্বরধ্বনির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

স্বরধ্বনির উচ্চারণ ও শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করার পর এখন আমরা স্বরধ্বনির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

আ= নিম্ন, কেন্দ্রীয়, বিবৃত স্বরধ্বনি ;
অ= নিম্ন-মধ্য, পশ্চাৎ, বর্তুল, অর্ধবিবৃত, কণ্ঠ্য ;
অ্যা= নিম্ন-মধ্য, সম্মুখ, প্রসৃত, অর্ধবিবৃত, তালব্য ;
ও= উচ্চ-মধ্য, পশ্চাৎ, বর্তুল, অর্ধসংবৃত, কণ্ঠ্য ;
এ= উচ্চ-মধ্য, সম্মুখ, প্রসৃত, অর্ধসংবৃত, তালব্য ;
উ= ঊর্ধ্ব, পশ্চাৎ, বর্তুল, সংবৃত, কণ্ঠ্য ;
ই= ঊর্ধ্ব, সম্মুখ, প্রসৃত, সংবৃত, তালব্য।
এখানে মনে রাখুন : সম্মুখ= প্রসৃত= তালব্য ;
পশ্চাৎ= বর্তুল= কণ্ঠ্য।

নিচের ছবিটিতে মুখের মধ্যে উচ্চারণের দিক থেকে স্বরধ্বনিগুলির অবস্থানের একটি প্রতীক-চিত্র আঁকা দেখতে পাবেন।

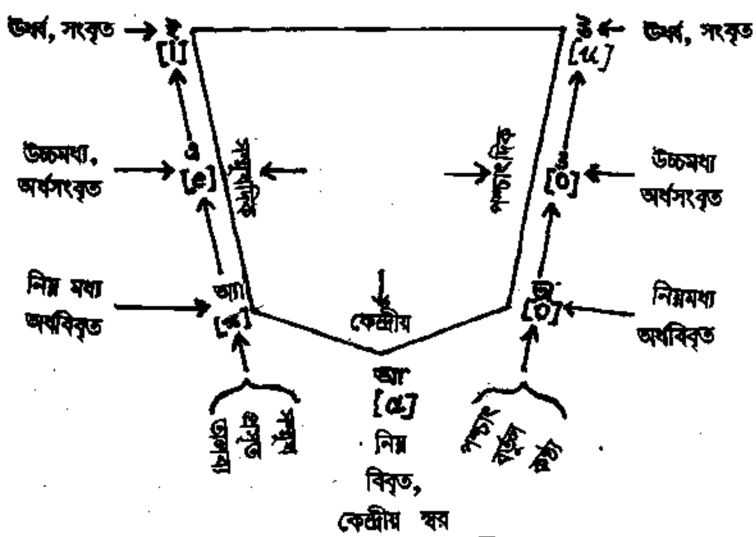

৭.৪. প্রথম অংশের সারাংশ

মানুষের বাগ্‌যন্ত্র কথা বলার উপযুক্ত। জিভ, চোয়াল, মুখের মাংসপেশী, আলজিভ, অধিজিহ্বা, স্বরপল্লব-কথা বলার সময় নানা ভূমিকা পালন করে।

ধ্বনি হল উচ্চারণ আর বর্ণ হল তার লিখিত রূপ বা চিহ্ন। বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনি

সাতটি— অ, আ, ই, উ, এ, ও এবং অ্যা অর্ধস্বর চারটি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি ত্রিশটি।

উচ্চারণ অনুসারে স্বরধ্বনিগুলির নানা রকম বৈশিষ্ট্য। নিম্ন, ঊর্ধ্ব, সম্মুখ, পশ্চাৎ, প্রসৃত, বর্তুল প্রভৃতি শ্রেণীতে এদের সাজানো যায়।

অনুশীলনী- ১

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃষ্ঠা ১৯-এর উত্তর সংকেত-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১। নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর ডান দিকে দেওয়া সম্ভাব্য ৪টি উত্তর থেকে বেছে (টিক চিহ্ন) দিন।

(ক) বাংলাতে স্বরধ্বনি রয়েছে
(১) ১৩ টি
(২) ১০ টি
(৩) ৭ টি
(৪) ৫ টি

(খ) স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু বাধা পায়
(১) স্বরপল্লবে
(২) ঠোঁটে
(৩) জিভ ও তালুর সংস্পর্শে
(৪) জিভের সঙ্গে দাঁতের সংস্পর্শে

(গ) আমরা যা উচ্চারণে করি তার নাম
(১) বর্ণ
(২) ধ্বনি
(৩) লিপি

(ঘ) (ই, এ, অ্যা) এই তিনটিকে সম্মুখ স্বরধ্বনি বলার কারণ
(১) উচ্চারণের সময় জিভের সম্মুখ ভাগ ওপরের দিকে ওঠে
(২) উচ্চারণের সময় মুখের সম্মুখভাগ অর্থাৎ ঠোঁট কাজে লাগে
(৩) উচ্চারণের সময় সম্মুখের দাঁত কাজে লাগে
(৪) ১ থেকে ৩ কোনোটাই ঠিক নয়

(ঙ) (আ) ধ্বনিটি
(১) সম্মুখ ধ্বনি
(২) পশ্চাৎ ধ্বনি
(৩) সম্মুখও নয় পশ্চাৎও নয়
(৪) নাসিকা ধ্বনি

২। নিচে কয়েকটি স্বরধ্বনি দেওয়া আছে। আপনি স্বরধ্বনিগুলিকে সম্মুখ স্বরধ্বনি ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনি এই দুই স্তম্ভে বেছে বেছে লিখুন।

অ ই উ ও এ অ্যা

সম্মুখ স্বর ধ্বনি	পশ্চাৎ স্বর ধ্বনি
....	....
....	....
....	....

৭.৫ ধ্বনিতত্ত্ব (দ্বিতীয় অংশ) : ব্যঞ্জনধ্বনি

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ও শ্রেণীবিভাগ

এর আগে বাঙলা ভাষার ধ্বনি ও তার ব্যবহার নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। স্বরধ্বনির উচ্চারণ ও তার শ্রেণী বিভাগ নিয়েও আলোচনা করেছি। এই পাঠে বাঙলা ব্যঞ্জনধ্বনি নিয়ে আলোচনা করি।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে প্রধান ভূমিকা জিভ আর ঠোঁটের কণ্ঠনালীর স্বরপল্লবের কম্পনে যে-ধ্বনির সৃষ্টি হল, তা স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হয় এবং স্বরধ্বনিই আমরা স্পষ্টভাবে শুনতে পাই। কিন্তু ব্যঞ্জনের উচ্চারণ এই ধ্বনির নির্গমে বাধা ঘটিয়ে করতে হয়। **জিভের দ্বারা মুখের ছাদে অর্থাৎ তালুতে নানা জায়গা ছুঁয়ে কিংবা ঠোঁটদুটি বন্ধ বা কুঁচকে গিয়ে ধ্বনিবাহী বহির্গামী বাতাসের পথ রুদ্ধ বা সংকীর্ণ করে যে-ধ্বনির উচ্চারণ ঘটে তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।** মনে রাখবেন, **ব্যঞ্জনের উচ্চারণ আসলে স্বরের উচ্চারণে বাধা ঘটিয়ে হয়।** অধিকাংশ ব্যঞ্জনের উচ্চারণ আসলে নিঃশব্দ। তা আমরা শুনতে পাই না, তার ব্যঞ্জনা বা আভাস পাই মাত্র। সেইজন্যই হয়তো এর নাম ব্যঞ্জন।

ব্যঞ্জনের উচ্চারণে তিনটি মাত্রা লক্ষ করতে হয়— ১. ধ্বনিবাহী বায়ুস্রোতে মুখের কোন্ অঙ্গ বাধা ঘটাচ্ছে, অর্থাৎ উচ্চারক (articulator) কে; ২. মুখের কোন্ অংশে (উচ্চারণ-স্থান, place of articulation) এই বাধা ঘটছে, এবং ৩. এই বাধার ধরন (উচ্চারণের প্রকার manner of articulation) কী রকম। এই তিনটি উচ্চারণের মাত্রা অনুযায়ীই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির নামকরণ ও শ্রেণীবিভাগ হয়।

৭.৫.১ উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

এই শ্রেণীবিভাগ হল: কণ্ঠ্য (velar), তালব্য (palatal), মূর্ধন্য (retroflex), দন্ত্য (dental), ওষ্ঠ্য (labial, bilabial), কণ্ঠনালীয় (gutteral), দন্তমূলীয় (alveolar)।

কণ্ঠ্যব্যঞ্জন

যে-ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিভের পশ্চাদ্‌ভাগ উন্নত হয়ে আলজিভের মূলের কাছাকাছি নরম তালু স্পর্শ করে, সেগুলি কণ্ঠ্যব্যঞ্জন। কণ্ঠ বলতে এখানে গলা বোঝায় না। চলিত, বাংলায় কণ্ঠ্যব্যঞ্জনধ্বনি পাঁচটি— ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্। অর্থাৎ ক-বর্গ।

তালব্য ব্যঞ্জন

যে-ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিভের প্রসারিত সম্মুখভাগ তালুর সম্মুখভাগ (শক্ত তালু— hard palate) স্পর্শ করে সেগুলির তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনি। চলিত বাংলা ভাষায় চ্, ছ্, জ্, ঝ্, শ্ তালব্যব্যঞ্জন। ঞ-র উচ্চারণ সংস্কৃতে ছিল, বাংলায় এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ নেই।

মূর্ধন্য ব্যঞ্জন

যে-ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিভের অগ্রভাগ প্রতিবর্তিত হয়ে (অর্থাৎ উলটে গিয়ে) তালুর ঊর্ধ্বতম অংশে আঘাত করে, তাকে মূর্ধন্য ব্যঞ্জন বলা হয়। চলিত বাংলায়

ট্, ঠ্, ড্, ঢ্ আর ড়, ঢ় মূর্ধন্য ব্যঞ্জন। কিন্তু মূর্ধন্য ণ-এর উচ্চারণ বাংলায় মূর্ধন্য নয়, তা দন্ত্য ন-এর মতো।

দন্ত্যব্যঞ্জন

যে-ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিভের প্রসারিত অগ্রভাগ উপরের দন্তপঙ্ক্তির পশ্চাতে লগ্ন হয়, তাকে দন্ত্যব্যঞ্জন বলা হয়। যেমন চলিত বাংলার ত্, থ্, দ্, ধ্। (ন্, স্ দন্ত্য নাম পেলেও এ দুটি দন্ত্যব্যঞ্জন নয়।)

দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন

যে-ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের দন্তপঙ্ক্তির মূলদেশ (দাঁতের গোড়ায় ঢিবিমতন জায়গাটিকে) **স্পর্শ করে, তাকে দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন বলা হয়।** বাংলায় তথাকথিত 'দন্ত' ন আর 'দন্ত্য'-স [s] আসলে দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন। জিভ এ-দুটি ধ্বনির উচ্চারণে খানিকটা পিছিয়ে দাঁতের গোড়ায় চলে যাচ্ছে। কাজেই বাংলা ন্ আর স্ (ইংরেজি s 'সামবাজারের সসিবাবু'র স্) আসলে দন্তমূলীয় ন্ আর স্।

ওষ্ঠ্যব্যঞ্জন

যে-ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠ আর অধর রুদ্ধ বা সংকুচিত হয়ে ধ্বনিবাহী বায়ুর নির্গমে বাধা ঘটায় তাকে ওষ্ঠ্যব্যঞ্জন বলে। চলিত বাংলায় প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্— এই পাঁচটি ওষ্ঠ্যব্যঞ্জন।

কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন

যে-ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কণ্ঠনালীর মধ্যেই ধ্বনিবাহী বায়ুতে ব্যাঘাত ঘটে, তার নাম কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন। চলিত বাংলায় হ্ কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন।

উচ্চারক, অর্থাৎ মুখের কোন্ অঙ্গ উচ্চারণ করছে— সে অনুসারেও ভাষাতত্ত্বে ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করা হয়, যেমন জিহ্বাগ্রিক (apical), মধ্যজিহ্ব (dorsal) ইত্যাদি। তবে সাধারণ ব্যাকরণে ব্যঞ্জনের শ্রেণীবিভাগের যে-মাত্রাটি বেশি প্রচলিত সেটি হল উচ্চারণের প্রকার (manner of articulation), অর্থাৎ কীভাবে ধ্বনিটি উচ্চারিত হচ্ছে।

৭.৫.২ উচ্চারণের প্রকার অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

সঘোষ ধ্বনি ও ঘোষবৎ ধ্বনি, অঘোষ ধ্বনি

যে-ধ্বনির উচ্চারণে কণ্ঠের স্বরপল্লব দুটির কম্পন ঘটে, তাকে সঘোষধ্বনি বলা হয়। চলিত বাংলা ভাষার সমস্ত স্বরধ্বনি, ঙ্, ন্, ম্ এবং ল্ সঘোষ ধ্বনি। অন্যান্য কয়েকটি ব্যঞ্জনের উচ্চারণে স্বরপল্লব দুটি আংশিক ও সংক্ষিপ্তভাবে কম্পিত হয় বলে সেগুলিকে **ঘোষবৎ ধ্বনি** বলে। যেমন চলিত বাংলা ভাষার গ্, ঘ্, জ্, ঝ্, ড্, ঢ্, দ্, ধ্, ব্, ভ্, র্, ড়্, ঢ়্, হ্। ইংরেজিতে সঘোষ ও ঘোষবৎ দুয়েরই নাম voiced। কিন্তু উচ্চারণের সূক্ষ্মমাত্রা অনুযায়ী বলতে পারি, সঘোষ ধ্বনি, fully voiced,

আর ঘোষবৎ ধ্বনি half-voiced। সাধারণ ব্যাকরণে "বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে সঘোষ বা ঘোষবৎ বর্ণ বলে" জাতীয় যে-সংজ্ঞা দেওয়া হয় তা ভ্রান্ত। কারণ ওই বর্ণগুলির বাইরে, এমন কী বর্গের বাইরেও সঘোষ বা ঘোষবৎ ধ্বনি আছে। র্, ড়্, ঢ়্, হ্, নাসিক্য ব্যঞ্জন ইত্যাদি সবই সঘোষ বা ঘোষবৎ ধ্বনি।

ঘৃষ্টধ্বনি বা ঘর্ষিত ধ্বনি (affricates)

যে-ধ্বনির উচ্চারণে মুখের পথ প্রথমে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে তারপরে সামান্য উন্মুক্ত হলে বায়ু ঘর্ষণের মতো ধ্বনি উৎপাদন করে নির্গত হয় সেগুলিকে ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। বাংলা ভাষার চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন।

নাসিক্য ধ্বনি (Nasals)

যে-ব্যঞ্জনের উচ্চারণে ধ্বনিবাহী বাতাস মুখবিবরের রুদ্ধ পথে নির্গত না হয়ে নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে নির্গত হয়, তার নাম নাসিক্য ব্যঞ্জন। চলিত বাংলায় ঙ্ ন্ ও ম্— শুধু এই তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জন।

উষ্ম ব্যঞ্জন (fricatives)

যে-ব্যঞ্জনের উচ্চারণে মুখবিবরের বায়ুনির্গমপথ মুক্ত কিন্তু অত্যন্ত সংকীর্ণ থাকে ফলে বাতাস সেই সংক্ষিপ্ত রন্ধ্রপথে স্ফোট বা শিস্ জাতীয় ধ্বনি করে নির্গত হয়, তাকে উষ্ম ব্যঞ্জন বলে। উষ্মধ্বনির সঙ্গে গরম বাতাসের কোনও সম্পর্ক নেই। বাংলা ভাষার শ, স্, ও হ উষ্ম ধ্বনি। এর শ্ স্ আবার শিস্ ধ্বনি (sibilant), কারণ এ দুটির উচ্চারণে শিসের মতো আওয়াজ হয়। ষ-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ বাংলায় নেই।

রণিত ব্যঞ্জন (trill)

যে-ব্যঞ্জনের উচ্চারণে জিহ্বাগ্র কম্পিত হয়ে উচ্চারণ স্থান স্পর্শ করে তা রণিত ধ্বনি। চলিত বাংলায় র্ রণিত ধ্বনি।

পার্শ্বিক ব্যঞ্জন (lateral)

যে-ব্যঞ্জনের উচ্চারণে জিভের সম্মুখভাগ তালু স্পর্শ করে থাকে, তাই ধ্বনিবাহী বাতাস তার দুই পার্শ্ব দিয়ে বহির্গত হয়, তার নাম পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনি। চলিত বাংলায় ল্ একমাত্র পার্শ্বিক ব্যঞ্জন।

মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ ধ্বনি

যে-ধ্বনির উচ্চারণে মুখের বায়ুনির্গম পথ প্রথমে একটু কঠিনভাবে রুদ্ধ করে পরে একটি প্রবল ধাক্কায় সেই বায়ুকে মুক্তি দেওয়া হয় তাকে মহাপ্রাণ (aspirated) ধ্বনি বলে। চলিত বাংলায় খ্ ঘ্ ছ্ ঝ্ ঠ্ ঢ্ থ্ ধ্ ফ্ ভ্ ঢ় মহাপ্রাণ ধ্বনি। শুধু "বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণ" বললে ঢ়-কে বাদ দিতে হয়। আর 'প্রাণ' বা বাতাসের ভূমিকা এখানে ততটা মুখ্য নয়। প্রধান হল মুখের বাধার কাঠিন্য।

আর যে-ধ্বনির উচ্চারণে মুখবিবরে বাধা ও ধ্বনিনির্গমের মধ্যে বিশেষ প্রবলতা থাকে না; সেগুলিকে অল্পপ্রাণ (unaspirated) ধ্বনি, যেমন ক্ গ্ ঙ্ চ্ জ্ ট্ ড্

ত্ দ্ ন্ প্ ব্ ম্ র্ ল্ শ্ স্ ড্ ইত্যাদি। "বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ মহাপ্রাণ"— একথা বাংলার ক্ষেত্রে খাটে না, সংস্কৃতের ধ্বনির বর্ণনাতেও এ বিবৃতি আংশিক ছিল।

স্পর্শধ্বনি বা স্পৃষ্টধ্বনি (stops)

যে-ধ্বনির উচ্চারণে মুখবিবরে ধ্বনিবাহী বায়ুর নির্গমপথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায় তাকে স্পৃষ্টধ্বনি বলে। 'স্পর্শ' করা নয়, আসল কথা হল মুখের রাস্তার বাতাস বেরোবার কোনও ফাঁক না রেখে **সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে** যাওয়া। **সেই** বিচারে **ক্ থেকে ম্ পর্যন্ত স্পর্শবর্ণ কথাটি ঠিক নয়।** এর মধ্য থেকে চ্ ছ্ জ্ ঝ্-কে বাদ দিতে হবে। বাংলা স্পর্শধ্বনি আসলে হল ক্ থেকে ঙ্, ট্, ঠ্ ড্ ঢ্ ত্ থেকে ন্, প্ থেকে ম্। তবে ঙ্ ন্, ম্ নাসিক্যব্যঞ্জন রূপেই বেশি পরিচিত।

চলিত বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ
বাঁ থেকে ডাইনে : উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
উপর থেকে নীচে : উচ্চারণের প্রকার অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

উচ্চারণ স্থান— উচ্চারণের প্রকার		ওষ্ঠ্য	দন্ত্য	দন্তমূলীয়	মূর্ধন্য	তালব্য	কণ্ঠ্য	কণ্ঠনালীয়
অঘোষ	অল্পপ্রাণ	প্	ত্		ট্	চ্	ক্	
	মহাপ্রাণ	ফ্	থ্		ঠ্	ছ্	খ্	
ঘোষবৎ	অল্পপ্রাণ	ব্	দ্		ড্	জ্	গ্	
	মহাপ্রাণ	ভ্	ধ্		ঢ্	ঝ্	ঘ্	
উষ্মধ্বনি				স		শ্		হ্
নাসিক্য ধ্বনি		ম্		ন্			ঙ্	
কম্পিত ধ্বনি				র্				
তাড়িত অল্পপ্রাণ					ড়			
ধ্বনি মহাপ্রাণ					ঢ়			
পার্শ্বিক ধ্বনি				ল্				

মনে রাখবেন— বর্গ হল বর্ণমালার শ্রেণীবিভাগ। তাতে উচ্চারণের প্রক্রিয়াটি মুখের পিছন থেকে সামনের (আগে কণ্ঠ্য, পরে তালব্য— এইভাবে) দিকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই ছকে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান অনুযায়ী মুখের সামনের দিক থেকে পিছনে উচ্চারণের পরম্পরা প্রদর্শিত।

৭.৬ সমগ্র অংশের সারাংশ

নাক মুখ দিয়ে বাতাস নিয়ে আমরা ফুসফুসে পাঠাই এবং সেখান থেকে বাতাস যখন বেরোয় তখন আমরা 'ধ্বনি' উচ্চারণ করি। ধ্বনিগুলি দু'শ্রেণীর— স্বর ও ব্যঞ্জন। উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে— স্বরধ্বনিকে

আ— নিম্ন, কেন্দ্রীয়, বিবৃত, স্বর

অ— নিম্ন-মধ্য, পশ্চাৎ, ~~বর্তুল~~, অর্ধবিবৃত, কণ্ঠ্য

অ্যা— নিম্ন-মধ্য, সম্মুখ, প্রসৃত, অর্ধবিবৃত, তালব্য

ও— উচ্চ-মধ্য, পশ্চাৎ, বর্তুল, অর্ধসংবৃত, কণ্ঠ্য
এ— উচ্চ-মধ্য, সম্মুখ, প্রসৃত, অর্ধসংবৃত, তালব্য
উ— উচ্চ, পশ্চাৎ, বর্তুল, সংবৃত, কণ্ঠ্য
ই— উচ্চ, সম্মুখ, প্রসৃত, সংবৃত, তালব্য

ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে উচ্চারণস্থান অনুসারে ওষ্ঠ্য (প, ফ, ব, ভ, ম), দন্ত্য (ত, থ, দ, ধ), দন্তমূলীয় (স, ন, র, ল), মূর্ধন্য (ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ়), তালব্য (চ, ছ, জ, ঝ, শ), কণ্ঠ্য (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), কণ্ঠনালীয় (হ) প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

উচ্চারণের প্রকার অনুসারে অঘোষ (প, ফ, ত, থ প্রভৃতি), ঘোষবৎ (ব, ভ, দ, ধ প্রভৃতি), অল্পপ্রাণ (প, ব, ত, দ প্রভৃতি), মহাপ্রাণ (ফ, ভ, থ, ধ প্রভৃতি), উষ্মধ্বনি (শ, স, হ), নাসিক্যধ্বনি (ম, ন, ঙ) কম্পিত ধ্বনি (র), তাড়িত ধ্বনি (ড়, ঢ়) এবং পার্শ্বিক ধ্বনিতে (ল) বিন্যস্ত করা হয়েছে।

অনুশীলনী ২ (পুরো এককের জন্য)

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ২১ পাতার উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১) নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। সঠিক উত্তরটি ডান দিকে দেওয়া ৪টি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে √ চিহ্ন দিন।

(ক) ঘ ধ্বনিটি
(১) মূর্ধন্য ধ্বনি ☐
(২) দন্ত্য ধ্বনি ☐
(৩) কণ্ঠ্য ধ্বনি ☐
(৪) ওষ্ঠ্য ধ্বনি ☐

(খ) ভ ধ্বনিটি
(১) মহাপ্রাণ ঘোষবৎ ধ্বনি ☐
(২) অল্পপ্রাণ ঘোষ ধ্বনি ☐
(৩) মহাপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি ☐
(৪) অল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি ☐

(গ) ঝ ধ্বনিটি
(১) দন্ত্য ধ্বনি ☐
(২) দন্তমূলীয় ধ্বনি ☐
(৩) ওষ্ঠ্য ধ্বনি ☐
(৪) তালব্য ধ্বনি ☐

(ঘ) শ ধ্বনিটি
(১) ঘৃষ্ট ধ্বনি ☐
(২) উষ্মধ্বনি ☐
(৩) কম্পনজাত ধ্বনি ☐
(৪) পার্শ্বিক ধ্বনি ☐

(ঙ) ব ধ্বনিটি
(১) ওষ্ঠ্য ধ্বনি ☐
(২) মূর্ধন্য ধ্বনি ☐
(৩) দন্ত্য ধ্বনি ☐
(৪) দন্তমূলীয় ধ্বনি ☐

(চ) ম ধ্বনিটি
(১) মূর্ধন্য ধ্বনি ☐
(২) ওষ্ঠ্য ধ্বনি ☐

(৩) দন্ত্য ধ্বনি ☐
(৪) কণ্ঠ্য ধ্বনি ☐

(ছ) ন ধ্বনিটি
(১) পার্শ্বিক ধ্বনি ☐
(২) ঘৃষ্ট ধ্বনি ☐
(৩) নাসিক্য ধ্বনি ☐
(৪) স্পর্শ ধ্বনি ☐

(জ) ব ধ্বনিটি
(১) ঘোষবৎ ধ্বনি ☐
(২) কম্পনজাত ধ্বনি ☐
(৩) নাসিক্য ধ্বনি ☐
(৪) তাড়নজাত ধ্বনি ☐

(ঝ) ড় ধ্বনিটি
(১) তাড়ন-জাত ধ্বনি ☐
(২) নাসিক্য ধ্বনি ☐
(৩) স্পর্শ ধ্বনি ☐
(৪) কম্পনজাত ধ্বনি ☐

(ঞ) দ ধ্বনিটি
(১) অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ ধ্বনি ☐
(২) মহাপ্রাণ ঘোষ ধ্বনি ☐
(৩) অল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি ☐
(৪) মহাপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি ☐

২) কয়েকটি ধ্বনি বাঁ দিকে দেওয়া আছে এবং উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী সমধর্মীয় কয়েকটি ধ্বনি ডান দিকে দেওয়া আছে। বাঁ দিকের ধ্বনির সঙ্গে ডান দিকের সমজাতীয় (কেবল মাত্র উচ্চারণ স্থান বিবেচনা করে) ধ্বনিগুলিকে মেলান, উদাহরণ= ক ঠ
ট ঘ

(ক) দ ম
ব ক
ঙ ত

(খ) চ ড়
র ন
ড ছ

৩) বাঁদিকে কয়েকটি ধ্বনি দেওয়া আছে, উচ্চারণের প্রকার অনুযায়ী ডানদিকে দেওয়া ধ্বনিগুলিকে মেলান। উদাহরণ= ক ম
ন ব

ক এবং ব দুই স্পর্শ ধ্বনি আবার ন এবং ম দুইই নাসিক্য ধ্বনি। উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী তাই এদের মেলানো হয়েছে। এই ভাবে নিচের ধ্বনিগুলিকে মেলান

(ক) শ চ
ঝ ঙ
ম হ

(খ) ড় ঘ
ন ঙ
দ ঢ

৪) বাঁদিকে ধ্বনির বর্ণনা আর ডানদিকে ধ্বনিগুলি দেওয়া আছে। নির্দিষ্ট ধ্বনির সঙ্গে সেই ধ্বনির বর্ণনা মেলান।

(ক) অঘোষ অল্পপ্রাণ কণ্ঠ্য	(ক) ভ
(খ) ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য	(খ) ন
(গ) উষ্মধ্বনি তালব্য	(গ) ড়
(ঘ) নাসিক্য দন্তমূলীয়	(ঘ) দ
(ঙ) তাড়িত অল্পপ্রাণ মূর্ধন্য	(ঙ) শ
(চ) পার্শ্বিক দন্তমূলীয়	(চ) ক
(ছ) ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ দন্ত্য	(ছ) ল

২.৭ নির্বাচিত পুস্তক তালিকা

ভাষার ইতিবৃত্ত : সুকুমার সেন

সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিহাস : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

ভাষা জিজ্ঞাসা : পবিত্র সরকার

৭.৮ উত্তর সঙ্কেত

অনুশীলনী- ১

১. (ক) ৭টি (খ) স্বরপল্লবে (গ) ধ্বনি (ঘ) জিভের সম্মুখভাগ ওপরের দিকে ওঠে উচ্চারণের সময় (ঙ) সম্মুখও নয় পশ্চাৎও নয়

২. সম্মুখ স্বরধ্বনি— ই এ অ্যা

পশ্চাৎ স্বরধ্বনি— উ ও অ

অনুশীলনী- ২

১. (ক) কণ্ঠ্যধ্বনি (খ) মহাপ্রাণ ঘোষবৎ ধ্বনি (গ) তালব্য ধ্বনি

(ঘ) উষ্মধ্বনি (ঙ) ওষ্ঠ্যধ্বনি (চ) ওষ্ঠ্যধ্বনি (ছ) নাসিক্যধ্বনি

(জ) ঘোষবৎ ধ্বনি (ঝ) তাড়িত ধ্বনি (ঞ) অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ ধ্বনি

২. (ক) দ— ত, ব— ম, ঙ— ক, (খ) চ— ছ, র— ন, ড— ড়

৩. (ক) শ— ছ, ঝ— চ, ম— ঙ

(খ) ড়— ঢ়, ন— ঙ, দ— ঘ

৪. (ক) ক (খ) ভ (গ) শ (ঘ) ন (ঙ) ড় (চ) ল (ছ) দ